চুয়াডাঙ্গায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ

চুয়াডাঙ্গায় বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধিনে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরন

সমাজসেবা অধিদপ্তর ও বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধিনে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরন করা হয়েছে । আজ রবিবার বেলা বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা শহরের একাডেমি মোড়স্হ বহুমুখী মানব কল্যান সংস্হার কার্যালয়ে সার্টিফিকেট বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের সার্টিফিকেট বিতরণের উদ্বোধন করেন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ আব্দুস সালাম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী চেয়ারম্যান সিনিয়র সাংবাদিক আহমেদ পিপুল, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (আই এম ই ডি) কামাল হোসেন তালুকদার, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক শহিদুল ইসলাম। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সাংবাদিক বিপুল আশরাফের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক সিদ্দিকী সোহেলী রশিদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি কালের কণ্ঠের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি সিনিয়র সাংবাদিক এ্যাড. মানিক আকবর, এটিএন বাংলার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি রফিক রহমান।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা থেকে কম্পিউটার পরিক্ষায় উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণপ্রার্থীদের মধ্যে থেকে অভিব্যক্তি করেন কনিকা খাতুন, শিউলি, ফারজানা খাতুন, মধুমালা, মাসুদ রানা ও ইয়াসরিব বলেন, অত্যান্ত সুন্দর পরিবেশে এখানে কম্পিউটার ও

ড্রাইভিং শেখানো হয়। আমরা এখান থেকে কম্পিউটার শিখে অনেক অনলাইন ব্যবসা করছি। কেউ চাকুরী করছি।

যেসব শিক্ষার্থী সার্টিফিকেট লাভ করেছেন তারা এ সংস্থা থেকে বিনামূল্যে দুই মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন। পরে এদের মধ্যে ১৫০ জন পরিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয় ১৩৪ জন। পাশের হার ৯০ ভাগ।

“দুস্হ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্হার উন্নয়ন” প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা।

চুয়াডাঙ্গায় ড্রাইভার শ্রমিকদের মানবন্ধন

ড্রাইভিং লাইসেন্স জন্মতারিখ সংশোধনের দাবিতে কয়েক জেলার ভুক্তভোগি ড্রাইভার শ্রমিকদের নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় মানবন্ধন করেছে।

আজ রোববার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা বড়বাজার শহীদ হাসান চত্বরে এই মানবন্ধন হয়। মানবন্ধনে বিভিন্ন দাবি নিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা সড়ক পরিবহন ও জেলার সকল শ্রমিক ইউনিয়নের আয়োজনে এই মানবন্ধনে অংশগ্রহণ করেন জেলার সকল শ্রমিকের ইউনিয়নের নেতা কর্মিরা ও পেশাদার গাড়ি চালকরা।

মানবন্ধনে তাদের দাবি ছিল , ভোটার আইডি কার্ড অনুযায়ি ড্রায়ভিং লাইন্সেস জন্মতারিখ সংশোধন করতে হবে। ড্রাইভিং লাইন্সেস এর নথিভুক্ত ও ছাড়পত্রের কার্যক্রম দ্রুত কার্যকর করতে হবে। শ্রেণি সংযোজন ড্রাইভিং লাইন্সেস বারকোর্ড লার্নারের পরিক্ষার তিন ফিঙ্গারের সময় পূর্বের ড্রাইভিং লাইন্সেস সংযোজন করে ছবি তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভোটার আইডি কার্ডে মোহাম্মদ, ফুলস্টপ ড্রাইভিং লাইসেন্সে মোহাম্মদেও পরে স্পেস এই কারণে টাকা দেওয়ার সমস্যা। ড্রাইভিং লাইন্সেস এর শ্রেণি পরিবর্তনের সময় কার্যক্রম

দ্রুত করতে হবে।

এসময় মানবন্ধনে উপস্থিত বক্তারা বলেন, ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফাইল বিআরটিএ অফিসে কয়েক বৎসর ধরে পড়ে থাকা আবেদন পত্রের নবায়নের কোন সুরাহা হচ্ছে না। জাতীয় পরিচয় পত্র অনুযায়ী জন্ম তারিখ সংশোধন করে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার জন্য বিগত ৪ (চার) মাস আগে একটি মানববন্ধন করা হয়েছে। একজন পেশাদার ড্রাইভার ৪/৫ বার নবায়ন করা স্মার্ট কার্ড পাওয়ার পরে বর্তমানে জন্ম তারিখ ভুলের কারণে ড্রাইভিং লাইসেন্স এর নবায়ন হচ্ছে না। এদের অধিকাংশ ড্রাইভারেরই স্মার্ট কার্ড ২/৩ বার নবায়ন হয়েছে এবং ৪৭৭ নং স্মারকে ২০০১ সালে জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য একটি প্রজ্ঞাপন হয়েছিল। এই প্রজ্ঞাপনের পরে জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য আরো একটি প্রজ্ঞাপন ২০১৬ সালে জানা মতে হয়েছিল। বর্তমান প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ভলিউম সঠিক থাকা ড্রাইভারদের জন্ম তারিখ সংশোধন পূর্বক নবায়নের সুযোগ এবং নন-স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স-এ সিথিলতা করে দ্রুত স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। অনেক ড্রাইভারদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়ার পরও জন্ম তারিখের জটিলতার কারণে তারা লাইসেন্স পাচ্ছে না।

বক্ত্যারা আরো বলেন, সারা দেশে বৈধ ড্রাইভারদের সংখ্যা অনুযায়ী গাড়ীর সংখ্যা অনেক বেশি। এই অবস্থায় জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য সারা বাংলাদেশে ৪০/৫০ হাজার পেশাদার/অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল হলে এই সকল ড্রাইভারদের পরিবারের পরিজনদেরকে নিয়ে রাস্তা বসা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। ড্রাইভাররা তাদের পূর্বের লাইসেন্স ও নবায়নের স্লিপ নিয়ে ২/৩ বৎসর যাবৎ রাস্তায় গাড়ি চালাতে পারছে না। রাস্তায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তারা স্লিপ এবং পূর্বের লাইসেন্স মানতে রাজি হচ্ছে না। ড্রাইভারদের জরিমানা প্রদানের জন্য এবং মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিভিন্ন দূরের জেলায় যেতে হচ্ছে। এদিকে গাড়ির মালিকরা ড্রাইভারদের ছুটি দিতে কোন মতেই রাজি হচ্ছে না। আমাদের বাংলাদেশে বৈধ ড্রাইভারের থেকে গাড়ীর সংখ্যা বেশি। তারপরও যদি জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য ৪০/৫০ হাজার ড্রাইভারদের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়। এই কারণে লাইসেন্স বাতিল হয় তাহলে অবৈধ ড্রাইভারদের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে। যাদের বৈধ রেকর্ড ও ভলিউম আছে তাদের জন্য একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে জন্ম তারিখ দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে উক্ত ৪০/৫০ হাজার ড্রাইভারদের লাইসেন্স প্রাপ্ত ও পরিবার বেঁচে যাবে। দেশের সাথে থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা সফল ও স্বার্থক

করিবার উদ্দেশ্যে এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের জন্ম তারিখ সংশোধন হওয়া একান্ত আবশ্যক বলে মনে করেন মানবন্ধনের বক্তারা।

এসময় মানবন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা বাস মিনিবাস মাইক্রবাস সড়ক পরিবহনের সভাপতি এম.জেনারেল ও সাধারণ সম্পাদক রিপন মন্ডল, আন্তজেলা ট্রাক ট্র্যাংকুলারি শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মামুন অর-রশিদ, আন্তজেলা ট্রাক ট্র্যাংকুলারি কার্ভাডভ্যানের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, ও সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, জেলার মাইক্রবাসের সভাপতি মিল্টু জমিদার, প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার পেশাদার সকল গাড়ি চালকরা।

আলমডাঙ্গায় বধ্যভূমি পার্ক উন্নয়ন কাজ পরিদর্শনে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন আলমডাঙ্গা বধ্যভূমি পার্কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন।

তিনি আজ শনিবার বেলা ১১ টার দিকে বধ্যভূমিতে এসে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। পরে তিনি দলীয় নেতা কর্মিদের সাথে মত বিনিময় করেন। মত বিনিময়কালে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতেই বধ্যভূমির এই পার্ক নির্মিত হচ্ছে। স্বাধীনতা বিরোধীরা ক্ষতমা দখল করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করতে চেয়েছে। বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর জাতির নিকট সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে কাজ করছে। ৭১ স্মৃতিস্তম্ভ গুলো সংররক্ষণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এই দেশ আজ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এসব দেখে বিএনপি -জামায়াত দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ক্ষমতার মসনদে বসার জন্য বিদেশীদের কাছে ধর্না দিচ্ছে। কোন লাভ

হবেনা। কেউ আপনাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দিতে পারবে না। নির্বাচনে আসেন জনগণ ভোট দিলে ক্ষমতায় যাবেন। দলের নেতাকর্মিরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

মতবিনিময়কালে জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবাসায়ী আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, পৌর আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আলম হোসেন, সাবেক প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এডভোকেট খন্দকার সালমান আহমেদ ডন, পৌর আওয়ামীলীগের দপ্তর সম্পাদক মাসুদ সালেহীন উৎপল, কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, সাবেক প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল হোসাইন বাদশা, কুমারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সাঈদ পিন্টু, হারদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আশিকুজ্জামান ওল্টু, বেলগাছি ইউপি চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মালেক, কুমারী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, আওয়ামীলীগ নেতা জয়নাল আবেদীন, কামরুজ্জামান শামীম, বীর মুক্তিযোদ্ধা দিদার আলী, আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা, উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহ্বায়ক আহসানউল্লাহ, কুমারী ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান টুটুল, সাবেক যুবলীগের সভাপতি আবু সিদ্দিক টগর, যুবলীগ নেতা সৈকত খান, ছাত্রলীগ নেতা সজীব, দিপু,সাদী সিফাত, শোয়েব রকি, শাকিব, সজিব, অটল, প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ

উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আবারো নৌকা মার্কায় ভোট চাইলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী একমাত্র মহিলা নেত্রী আফরোজা পারভীন।

আজ শনিবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সভাপতি ফুলসুরাতন এর বাড়িতে নির্বাচনী উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করে এই কথা বলেন তিনি।

এ সময় তিনি আরও বলেন শেখ হাসিনা সরকার উন্নয়নের সরকার। জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেখে যাওয়া সোনার বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের গ্রাম থেকে শহর সকল পর্যায়ে উন্নয়ন হচ্ছে। এই উন্নয়নের ধারা যদি অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারো শেখ হাসিনা ও নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত করতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন ,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন,শাওন, সিফাত,জিরান,সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ

দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সম্পাদক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হাসপাতালে ভর্তি

দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক সাজু আহাম্মেদ রিংকু ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। আজ শনিবার সকালে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসা দেওয়া নিয়ে টালবাহানা করার অভিযোগ মেডিকেল অফিসার ডাঃ হিরার বিরুদ্ধে।

জানাগেছে, কয়েক দিন ধরে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক সাজু আহাম্মেদ রিংকু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বাড়ীতে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। হঠাৎ শনিবার সকালে অবস্থার অবনতি হলে সকালে তাকে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে পরীক্ষা নিরিক্ষা শেষে তার ডেঙ্গেু পজেটিভ ধরাপড়ে। এসময় রোগীর পরিবারের লোকজন স্বাস্থ্য বিভাগের বহির্বিভাগের কর্মরত চিকিৎসক হীরা খাতুনের নিকট ব্যবস্থা পত্র দেখাতে গেলে তিনি ব্যবস্থা পত্র না দেখে ছুড়ে ফেলে দেন বলে অভিযোগ করছেন পরিবারের লোকজনসহ স্থানীয়রা।

এ বিষয়ে মেডিকেল অফিসার ডাঃ হীরা খাতুন বলেন, চিকিৎসাপত্র ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়নি। আমি ওটা সাইডে সরিয়ে রাখছিলাম। এছাড়া ও আজ শনিবার এই রোগী দেখার দায়ীত্ব আমার না। স্থানীয় লোকজন জানান, ডা: আচারন খারাপ হয়েগেছে। শুধু আজ এমন ঘটনা ঘটেছে তা নয় এর আগেও রুগীদের প্রতি অবহেলা সহ অসদআচরন করা হয়েছে। খবর ছড়িয়ে পড়লে খুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন পরিবারের লোকজন, স্থানীয়রা সহ ছাত্রলীগের সদস্যরা চিকিৎকের অপসারনসহ দৃষ্টান্ত মুলক সাস্তির জন্য মানব বন্ধন করবে বলে জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মরত অনেকে তার বিরুদ্ধে খারাপ আচারন করার অভিযোগ তোলেন।

এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ডা. হেলেনা আক্তার নিপা বলেন, বিষয় টি দুঃখ জনক রোগী দেখার দায়ীত্ব সকল চিকিৎসকের। আমি আগামি কালের মধ্যে হীরাকে ওখান থেকে সরানোর ব্যবস্থা করবো।

ঐতিহ্যবাহী ঝাপান খেলা; চুয়াডাঙ্গায় দর্শক মাতালেন সাপুড়েরা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ঠাকুরপুর গ্রামে ঐতিহ্যবাহী ঝাপান খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকাল নয়টার থেকে বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত চলে এই ঝাপান খেলা।

চুয়াডাঙ্গা সদরের ঠাকুরপুর গ্রামের সাপুড়ে ইউসুফ আলীর আয়োজনে চলে সাপ নিয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি দিয়ে সাপের খেলা।
ঝাপান খেলায় চুয়াডাঙ্গা সদরের দুইটি দল অংশগ্রহণ করে গাইদঘাটের সাপুড়ে ওলিউর রহমানের টিম ও ঠাকুরপুরের সাপুড়ে ইউসুফ আলীর টিম। মোট ২৫ টি সাপ নিয়ে চলে দুই দলের সাপের ঐতিহ্যবাহী ঝাপান খেলার সাপ নিয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি দিয়ে নাচ গান।

এ সময় সাপুড়ে ইউসুফ আলী বলেন, এই সাপ খেলা দেখতে বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোকের আগমন হয়েছে। আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে সাপ খেলা করে থাকি। আমরা এই খেলাটি দেখাতে পারলে নিজেদের আনন্দ লাগে। এই খেলাটি সব সময় না হওয়ার কারণে এই খেলাটি বিলুপ্তির পথে চলে যাচ্ছে। আমরা যারা সাপুরে আছি তারা প্রতিনিয়ত চাই এই খেলাটি বিভিন্ন গ্রাম এবং জেলাতে প্রতিনিয়ত আয়োজন করা হোক।

ঠাকুরপুর গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার শিশু থেকে বৃদ্ধা শ্রেণীর মানুষ এই খেলা দেখতে ভিড় করে এবং বৃদ্ধা শ্রেণীর মানুষের কাছে এটি পরিচিত হলেও শিশু ও যুবকদের কাছে অনেক অপরিচিত। তারা এই আয়োজন পরবর্তী সময়েও দেখতে চাই। স্কুল শিক্ষার্থীরা বলে ঝাপান খেলার কথা আব্বু আম্মুর কাছে শুনেছি কিন্তু আজ এখানে হচ্ছে শুনে আমরা সকল বন্ধুরা একসাথে এসেছি। এ সময় তারা সাপের ফণা তুলে খেলা দেখে আনন্দ পেয়েছে।

সাপুড়েদের ভিতরে উপস্থিত ছিলো সাপুড়ে রাজু আহমেদ, রওসন,রহমান সহ অনেকে।

জীবননগরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে জীবননগরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগরের আয়োজনে আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর পৌরসভা চত্বরে ভারতীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও একটি পৌর সভার ৪শতাধীক মানুষের ফ্রি চিকিৎসার প্রদান করা হয়। জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সহসভাপতি মোঃ সেকেন্দার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকার। এ ভাবনা থেকেই বার বার অসহায় মানুষের ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশের অনেক ধনী ব্যাক্তি আছে যারা চিকিৎসার জন্য ভারতে যেয়ে থাকে।আমার নিবাচনী এলাকার অনেক অসহায় দরিদ্র মানুষ আছে যারা জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েও টাকার অভাবে ভারতে চিকিৎসা করাতে যেতে পারছে না ।সে কারনে জাতির পিতার শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিবছর ফ্রি চিকিৎসা ও ওষুধের ব্যবস্থা করে থাকি।এবার মিলে ৬বছর ধরে এ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে আসছি।যত দিন বেচে থাকবো ততদিন জাতির পিতার শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে এ চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো ।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কলকাতার বিশেষায়িত এ্যাপোলো মাল্টি স্পেশালিস্ট হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ মেডিকেল টিমের প্রধান ডা. সূভোশিষ চক্রবর্তী (ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ) বলেন, আমরা ৬ সদস্যের মেডিকেল টিম বাংলাদেশে এসেছি। যারা হৃদরোগ, গাইনী, ক্যান্সার ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। বাংলাদেশের মানুষের চিকিৎসার জন্য এ ধরনের মহতি উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আলী আজগার টগর এমপিকে অনেক ধন্যবাদ জানাই ।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃরিয়াজুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান,দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ,জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি গোলাম মোতুজা, জীবননগর পৌর সভার মেয়র মোঃ রফিকুল ইসলাম, দর্শনা পৌর সভার মেয়র মোঃ আতিয়ার রহমান হাবু,জেসিআইয়ের পরিচালক

মোঃ মুনতাসির আজগার আকাশ প্রমুখ।
ভারতীয় মেডিকেল বিশেষজ্ঞ টিমের সদস্যরা হলেন, কিডনি বিশেষজ্ঞ ডা. সুনিল, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ আসফাক আহমেদ, গাইনী বিশেষজ্ঞ উতপল সেন, বন্ধ্যাত্ব বিশেষজ্ঞ আত্তারি পাল ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ সোভা চক্রবর্তী।
উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জীবননগর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র মোঃ জাহাঙ্গীর আলম।

চুয়াডাঙ্গা নায়েক ও কনস্টেবল দক্ষতা উন্নয়ন কোর্সের ১৩তম ব্যাচের শুভ উদ্বোধন

বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যের পদমর্যাদাভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত চুয়াডাঙ্গা জেলায় নায়েক ও কনস্টেবলদের ‘দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স’-এর ১৩তম ব্যাচের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। কোর্সের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান।

বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, বিপিএম (বার), পিপিএম সার্বিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ পুলিশের সকল পদমর্যাদার সদস্যদের নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় সকাল সাড়ে নয়টার সময় ১৩তম ব্যাচের সপ্তাহ ব্যাপি পদমর্যাদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। এ সময় চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রশিক্ষনার্থীদের উদ্দেশ্য পোষাকের মর্যাদা, সৌজন্যতা ও মার্জিত আচরণ, সহকর্মী ও সেবা প্রত্যাশীদের সাথে পেশাগত আচরণ ও করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্সের আরআই আমিনুল ইসলাম, কুষ্টিয়া ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের প্রতিনিধিসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার প্রশিক্ষণার্থী পুলিশ সদস্যবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের পক্ষ থেকে আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাস ইউনিয়নের খাসকররায় মুসলিমা খাতুন এর বাড়িতে উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজ পারভিন এর নেতৃত্ব মুসলিমা খাতুন এর বাড়িতে এই উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য হিসেবে নৌকায় মনোনয়ন প্রত্যাশি চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভিন এর নেতৃত্ব এই উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করা হয়। এ সময় তিনি উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আবারো নৌকা মার্কায় ভোট চান এবং তিনি নৌকার মনোনয়ন পেলে চুয়াডাঙ্গা জেলা বাসীর উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন ও শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্যও কাজ করবেন বলে জানান তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন ,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, আওয়ামী লীগ কর্মী সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ

চুয়াডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

পরিবর্তনশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সাক্ষরতা প্রসার এই প্রতিপাদ্য চুয়াডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বাহির হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) শারমিন আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, শিক্ষা জাতীর মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতীর অগ্রগতি অসম্ভব। নিরক্ষরতা একটি জাতির জন্য অভিশাপ। এগিয়ে যাওয়ার পথে অন্তরায়। নিরক্ষরতা অবশ্যই একটি সমস্যা কিন্তু তা চিরস্থায়ী নয়। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের ব্যবধানে এ সমস্যা কাটিয়ে উঠা সম্ভব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী সকলের জন্য শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ঝরে পরা শিশুদের প্রশিক্ষিত করতে সরকার এ প্রকল্পের আওতায় ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ সময় তিনি অভিভাবকদের আরও বেশি সচেতন হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) রিয়াজুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও প্রফেসর সিদ্দিকুর রহমান,চুয়াডাঙ্গা জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা তৈয়বুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর আব্দুর রশিদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের এনডিসি সাদাত হোসেন, সহকারী কমিশনার শহিদুল আলম সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত প্রতিষ্ঠান প্রধান ও শিক্ষার্থীবৃন্দ